

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

60288 - ইসরা ও মরোজেরে রাত্রি উদযাপন

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইসরা ও মরোজেরে রাত্রি উদযাপন করার বখান কি? উল্লেখ্য সটে রজব মাসরে ২৭তম রাত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

নঃসন্দহে ইসরা ও মরোজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রসিলাতরে সত্যতার পক্ষ ও আল্লাহর কাছে তাঁর মহান মর্যাদার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান নদির্শনাবলির অন্যতম। একইভাবে এটি আল্লাহর মহা ক্বমতা ও তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকার একটা বড় প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “পবিত্র মহিমায় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসাতে ভ্রমণ করিয়েছেন; যবে মসজিদরে চারপাশে আমরা বরকত দিয়েছি; যাতবে করে আমরা তাকে আমাদের নদির্শনাবলি দেখাতে পারি। নশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে আসমানরে দকি উর্ধ্বে মরাজ করানো হয়েছে। তাঁর জন্ম আসমানরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে; এমনকি তিনি সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়েছেন। এরপর তাঁর রব্ব তাঁর সাথে যা ইচ্ছা কথা বলছেন এবং তাঁর উপর নামায ফরয করছেন। প্রথমত আল্লাহ তাঁর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। কিন্তু, তিনি আল্লাহর কাছে নামায কমানের জন্ম বারবার ধর্ণা দেন; এক পর্যায়ে নামায পাঁচ ওয়াক্তে স্থির করা হয়। ফরয দায়িত্ব বা আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসাবে নামায পাঁচ ওয়াক্ত। কিন্তু, প্রতিদিনরে ক্বত্রে এটি পঞ্চাশ ওয়াক্ত। কেননা, এক নকীতে দশ নকীর সওয়াব রাখা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্ম। যাবতীয় নিয়ামতরে জন্ম তাঁরই শুরিয়া।

যবে রাত্রিতে মরোজ সংগঠিত হয়েছে সে রাত্রিকে সুনরিদ্ষিট করে কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি; না রজব মাসরে ব্যাপারে; আর

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

না অন্য কোন মাসরে ব্যাপারে। সে রাত্রিকি নরিদ্ষিট করে যে সব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে সে বর্ণনাগুলোর কোনটি হাদিসি বশিরদদরে নকিট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত নয়। সে রাত্রিকি সুনরিদ্ষিট করণ থেকে মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার মহান কোন হকেমত নহিতি রয়েছে। যদি সে রাত্রিটি সুনরিদ্ষিটভাবে সাব্যস্ত হত তদুপরিসে রাত্রিতে বিশেষ কোন ইবাদত পালন করা মুসলমানদের জন্য জায়যে হত না, সে রাত্রিটি উদযাপন করাও সঙ্গত হত না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ এ দবিসটি উদযাপন করেননি এবং এ দবিসে বিশেষ কোন ইবাদত পালন করেননি। যদি সে দবিসটি পালন করা শরয়িতরে বধিান হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতরে জন্য সটো বর্ণনা করতনে; হয়তো কথার মাধ্যমে কিংবা তাঁর আমলরে মাধ্যমে। আর সে রকম কিছু ঘটলে সে কথা সবাই জানতে পারত এবং সাহাবায়ে কেরোম আমাদরে কাছে সটো বর্ণনা করতনে। কেননা, উম্মতরে যা কিছু প্রয়োজন এর সবকিছু তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন। দ্বীনি কোন বিষয় বর্ণনা করার ক্ষত্রে তাঁরা অবহলো করেননি। বরং তাঁরা যে কোন ভাল কাজে অগ্রণী ছিলনে। যদি এ দবিসটি উদযাপন করা শরয়িতসম্মত হত তাহলে তাঁরা সবার আগে সটো উদযাপনে এগিয়ে যতেনে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছনে মানুষরে জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। তিনি রাসূলে দায়তিব পরপূর্ণণভাবে পালন করছেন, আমানত যথাযথভাবে পটৌছে দিয়েছেন। সুতরাং এ রাতকে বিশেষে মর্যাদা দেয়া ও পালন করা যদি দ্বীনি বিষয় হত তাহলে এক্ষত্রে তিনি গাফলে থাকতনে না এবং এটি গোপন করতনে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কিছু আসনে অতএব বুঝতে হবে এ রাতকে বিশেষে মর্যাদা দেয়া ও এ রাতটি উদযাপন করা ইসলামী কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতরে জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য নয়োমতকে পরপূর্ণণ করে দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া এ দ্বীনরে মধ্যে নব কিছু চালু করবে তার নিন্দা করছেন। আল্লাহ তাআলা সূরা মায়দাতে বলেন: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরপূর্ণণ করে দলিাম এবং তোমাদের উপর আমার নয়োমত সম্পূর্ণণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে পছন্দ করলাম।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৩] তিনি আরও বলেন: “তাদের কি এমন কিছু শরীক রয়েছে যারা এমন বধিান জারী করছে আল্লাহ যা করার অনুমোদন দেননি?” [সূরা সূরা, আয়াত: ২১]

সহহি হাদিসি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বদিত (নবপ্রবর্ততি বিষয়) থেকে হুশিয়ার করা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন: বদিত হচ্ছ- ভ্রষ্টতা। যাতে করে উম্মত সাবধান হতে পারে এবং বদিতে লপিত হওয়া থেকে দূরে থাকতে পারে।

এ সংক্রান্ত হাদিসিরে মধ্যে রয়েছে যে হাদিসিটি সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি আমাদরে দ্বীনে নতুন কিছু চালু করে সটো প্রত্যাখ্যাত।” সহহি মুসলমিরে অপর বর্ণনায় এসছে “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে আমাদরে দ্বীনে যার অনুমোদন নই সটো প্রত্যাখ্যাত।” সহহি মুসলমিে জাবরি (রাঃ) থেকে আরও বর্ণতি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

হয়ছে যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিনে খুতবাকালে বলতেন: “আম্মাবাদ। সর্বোত্তম বাণী হচ্ছ- আল্লাহর কতিব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছ- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। সর্বনকিষ্ট বিষয় হচ্ছ- নবপ্রচলতি বিষয়াবলী। প্রত্যকে বদিতই হচ্ছ- ভ্রষ্টতা।” জায়যদি সনদে ইমাম নাসাঈ আরকেটু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন যে, “আর প্রত্যকেটি ভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাবে।” সুনান গ্রন্থসমূহে ইরবায় বনি সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদরেকে ওয়ায় করলেন; খুবই হৃদয়াগ্রহী ওয়ায়। সে ওয়ায়ে হৃদয়গুলো করন্দন করল, চক্ষু অশ্রু বসির্জন করল। আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি যনে বদীয়ী ভাষণ। আমাদরেকে কিছু ওসয়িত করুন। তিনি বলেন: “আমি তোমাদরেকে আল্লাহ-ভীতরি ওসয়িত করছি। শ্রবণ ও মান্য করার ওসয়িত করছি; এমনকি তোমাদরে উপর কোন ক্রীতদাস নতো হল তবুও। কারণ তোমাদরে মধ্যে যারা হায়াত পাবে তারা অনকে মতানকৈয দেখতে পাবে। আমার পরে তোমাদরে কর্তব্য হবে আমার সুন্নত ও খোলাফায় রাশদীন এর সুন্নত পালন করা। এই সুন্নতকে আঁকড়ে ধর, মাড়রি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর। আর সকল নব প্রচলতি বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যকেটা নবপ্রচলতি বিষয় বদিত। প্রত্যকেটি বদিত ভ্রষ্টতা।” এ অর্থবোধক অনকে হাদিস রয়ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ থেকে এবং তাদের পরবর্তীতে সলফে সালহীন থেকে বদিত থেকে সাবধানকরণ ও সতর্কীকরণ সাব্যস্ত হয়ছে। এর কারণ হল, বদিত হচ্ছ- দ্বীনরে মধ্যে বৃদ্ধিকরণ এবং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া বধিান প্রণয়ন করণ এবং আল্লাহর শত্রু ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করণ; যহেতে তারা তাদের ধর্মরে মধ্যে এমন কিছু সংযোজন, পরিবর্ধন করছে আল্লাহ যা অনুমোদন করেনি। এটি করা হলে এর অর্থ হচ্ছ- ইসলাম ধর্মকে ছোট করা ও অপরিপূর্ণতার দোষারোপ করা। এ ধরণরে বিষয় যে কত জঘন্য, ন্যাক্কারজনক এবং আল্লাহর বাণী “আজ আমি তোমাদরে জন্য তোমাদরে ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দলিাম” এর সাথে সাংঘর্ষকি তা সবারই জানা। অনুরূপভাবে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোর সাথেও সাংঘর্ষকি যগুলোতে তিনি বদিত থেকে সতর্ক করছেন।

আমরা আশা করছি, এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়ছে একজন সত্যান্বযী ব্যক্তরি জন্য এ বদিতকে অর্থায় মরিজরে রাত উদযাপনরে বদিতকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে, এ বদিত থেকে হুশিয়ার করার প্রসঙ্গে এবং এটি যে, ইসলামী কোন কাজ নয় সে ব্যাপারে এগুলো যথেষ্ট ও সন্তোষজনক।

মুসলমি উম্মহর কল্যাণ কামনা করা, আল্লাহর দ্বীন বর্ণনা করা ও ইলম গোপন না করা আল্লাহ ফরয করছেন বধিয় আমরা মুসলমি ভাইদেরকে এ বদিত সম্পর্কে সাবধান করতে চয়েছে; যে বদিতটি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি লোকেরো ধারণা করছে এটি ধর্মীয় কাজ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে মুসলমি উম্মাহর অবস্থা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পরবর্তন করে দনে এবং তাদরেকে দ্বীনবিষিয়ে প্রজ্ঞা দান করনে। আমাদরেকে ও তাদরেকে সত্যকে আঁকড়ে ধরার ও সত্যরে উপর অবচিল থাকার এবং সত্যরে বরিোধতি বর্জন করার তাওফকি দনে। নশ্চয় তনিসি ক্ষমতা রাখনে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদরে নবী মুহাম্মদরে উপর তাঁর রহমত ও শান্তি বর্ষন করুন।